JAN. 03 2002

ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬.....

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

ড. সাজাহান মিয়া

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে। ১৭৮৪ সালে কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক স্যার উইলিয়াম জোনসের উদ্যোগে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচ্যবিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে স্যার জোনসের বিশেষ আগ্রহ এ ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠা লাভের পরপরই এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রাচ্যদেশীয় গবেষণার একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল (বর্তমানে কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি)-এর কার্যপরিধি ভারতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ কারণে পাকিস্তানে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. আহমেদ হাসান দানি, ড. আই এইচ ভূবেরী, ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন, ড. ডব্লিউ এইচ এ সাদানি, ড. আব্দুল হালিম, ড. এ বি এম হাবিবুল্লাহ, ড. সেরাজুল হক, আব্দুল হামিদ, সৈয়দ মুহাম্মদ তাইফুর, খান বাহাদুর আব্দুর রহমান, শেখ সরাফুদ্দিন, জে এস টাবনারসহ সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গ ঢাকায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৯৫২ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর কার্যালয় স্থাপিত হয় ঐতিহাসিক নিমতলী দেউরীর পুরোনো ভবনে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠানটি 'এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ' নামে পরিচিতি লাভ করে।

'এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি' এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়। সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৮৬০-এর ২১ নং ধারার অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত গবেষণাধর্মী এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক, অলাভজনক একটি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বর্তমানে সোসাইটির মোট সদস্য সংখ্যা প্রায় ১২০০। বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির আজীবন সদস্য। সোসাইটির ব্যক্তিগত অনুদান। প্রতি বছর সোসাইটির আয়-ব্যয়ের হিসাব একটি চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। এই নিরীক্ষিত হিসাব কাউন্সিল ও সদস্যদের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়।

সোসাইটির কার্যক্রম

১৯৫২ সাল থেকে এশিয়াটিক সোসাইটি 'এশিয়ার মানুষ ও প্রকৃতি' সম্পর্কে গবেষণাকার্য পরিচালনা করে আসছে। এই গবেষণার লক্ষ্য হলো একদিকে বিশ্বে আমাদের সাংস্কৃতিক অবস্থানের সঠিক মূল্যায়ন এবং অন্যদিকে এশীয়দের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গি সমগ্র বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি এর মাসিক সাধারণ সভায় নিয়মিতভাবেই একটি সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাদের গবেষণালব্ধ নিবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং এর উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জ্ঞানচর্চাকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে সোসাইটি মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন ধরনের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করে। সোসাইটির গবেষণাকর্ম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৮৪ সাল থেকে এ যাবৎ ১৪টি ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সকল ট্রাস্ট ফান্ড থেকে গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান এবং নিয়মিত সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়া প্রতি বছর ৩ জানুয়ারি সোসাইটির প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে দেশের কিংবা দেশের বাইরের কোনো বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তিকে বিশেষ বক্তৃতা প্রদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

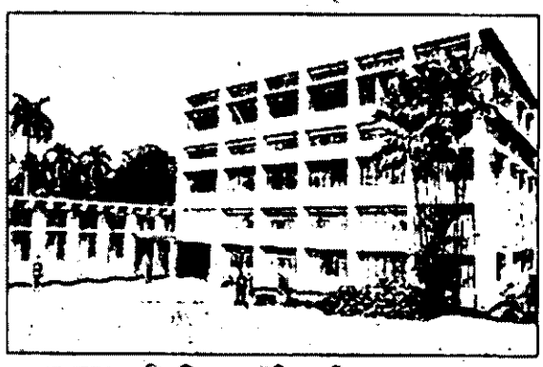

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি (স্থাপিত ১৯৫২)

সোসাইটির কার্যক্রমের প্রধান ক্ষেত্র গবেষণামূলক গ্রন্থের প্রকাশনা। সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় এবং গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে সংকলিত গ্রন্থ ছাড়াও মুক্ত লেখকদের গবেষণামূলক গ্রন্থ সোসাইটি প্রকাশ করে থাকে। প্রাচ্যদেশীয় গবেষণার ক্ষেত্রে সোসাইটি এ যাবৎ ৭৯টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে তিন খণ্ডে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (১৭০৪-১৯৭১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের ইতিহাস প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়। দেশ ও বিদেশের প্রায় ৬০ জন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এই প্রকল্পে নিয়োজিত ছিলেন। এই গ্রন্থটি বাংলা ও ইংরেজি দুভাষাতেই প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া সোসাইটির নিয়মিত প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে পত্রিকা ও নিউজলেটার। সোসাইটি নিয়মিতভাবে বছরে দুবার তিনটি পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে। এগুলো হলো– Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Humanities), Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Science) এবং বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা (বাংলা)। পত্রিকা ছাড়াও প্রতি ৩ মাস অন্তর একটি নিউজলেটার প্রকাশ করা হয় সদস্যদের সোসাইটির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে। সদস্যরা বিনামূল্যে এ সব পত্রিকা ও নিউজলেটার পেয়ে থাকেন।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে বাংলাদেশের প্রণিতযশা শিল্পী ও ভাস্করদের প্রদত্ত শিল্পকর্মের একটি সমৃদ্ধ সংগ্রহ রয়েছে। সোসাইটি প্রাঙ্গণে এই সংগ্রহ (৩৫টি) স্থায়ীভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই সংগ্রহের উদ্দেশ্য হলো আমাদের সমসাময়িক শিল্পীদের শিল্পকর্মের মূল্যায়ন ও প্রদর্শনী।

চলমান প্রকল্প ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৫২ সালে জন্মলাভের পর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটি নিজেকে এশিয়াটিক সোসাইটি বিভিন্ন